প্রথম আলো

তারিখ ... 9 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

ঢাকা : বুধবার ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
Dhaka : Wednesday 9 June 2010

সম্পাদকীয়

এমপিওভুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছেই

বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার 'মান্থলি পে-অর্ডার' বা এমপিওভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি নীতিমালার ভিত্তিতে দেশের ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করে। ক্যাবিনেট মিটিংয়ে মন্ত্রীরা এবং তার বাইরে সরকারদলীয় এমপিরা এ তালিকার তীব্র বিরোধিতা করেন এ মর্মে যে, তাদের অনুরোধ এ তালিকা প্রণয়নে আমল দেয়া হয়নি। এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মন্তব্যও করেছিলেন। এ বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী তার শিক্ষা উপদেষ্টাকে তালিকাটি পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেন। যেসব নীতি অনুসরণ করে তালিকা প্রণয়ন করা হয় তাতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টারও অবদান ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণীত তালিকায় কোন অনিয়ম অথবা নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটেছে বলে কেউ অভিযোগ করেনি।

১ হাজার ২২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা 'সংশোধন' থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিটি বাদ দেয়া হয়েছে বলে উপদেষ্টা জানিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য চারটি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এক. কোন বছর তার অনুমোদন (এফিলিয়েশন) দেয়া হয়। দুই. শিক্ষার্থীর সংখ্যা। তিন. পাবলিক পরীক্ষায় কতজন পরীক্ষার্থী ছিল এবং চার. সেসব পরীক্ষার ফলাফল। তবে শেষ বিচারে তিনি বলেন, তালিকা সম্প্রসারণে এমপিদের 'ডিও' বা ডেমি অফিসিয়াল চিঠির ভিত্তিতে সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। এসব চিঠি লেখার অধিকার তাদের আছে কি-না তা বিবেচনা করা হয়নি।

গত রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংশোধিত এমপিও তালিকা আবার পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছেন। তার কাছে অভিযোগ এসেছে, এমপিদের ভুয়া ডিও চিঠির ভিত্তিতে এমপিওভুক্তি করা হয়েছে। নতুন তালিকায় বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের অবকাঠামো ও ছাত্রছাত্রী না থাকা এবং পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ার অভিযোগ এসেছে। এমপিওভুক্তিটি কি ধরনের দলীয় রাজনীতির খপ্পরে পড়েছে তার একটি উদাহরণ হলো, মন্ত্রী ও সরকারি দলের এমপিদের অপছন্দের প্রতিষ্ঠান বাতিল করে তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবি তোলা হয়েছে। এমনকি কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিরোধীদলের (বিএনপি-জামায়াত) সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করা হচ্ছে। বিরোধীদলের সঙ্গে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয় নীতি অনুযায়ী যোগ্য হলে তাকে বাতিল করা হবে কেন?

এমপিওভুক্তি নাটকের যবনিকা পতনের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাকি ভুয়া চিঠির অভিযোগের তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তার শিক্ষা উপদেষ্টা প্রণীত তালিকা পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রীকে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, নতুন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত তাদের নেই। সর্বশেষ সংবাদ হলো, উপদেষ্টার মনোনীত ৫০টি প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে এমপিও তালিকা চূড়ান্ত হচ্ছে। তবে নাটকের যবনিকা এখনও পড়েনি। মন্ত্রণালয়ের তালিকা থেকে বাদ পড়া ১৩৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৫টি প্রতিষ্ঠান পুনর্বহালের জন্য সংসদ সদস্যরা 'জোর সুপারিশ' করেছেন। এ তালিকার বাইরে বেশ ক'জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর সুপারিশ শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে জমা পড়েছে। গত সোমবার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এবং রোববার সংসদ অধিবেশনে মন্ত্রীরা শিক্ষামন্ত্রীর হাতে এসব সুপারিশ জমা দিয়েছেন। এমপিওভুক্তির দুই তালিকার বাইরে সংসদ সদস্যরা আরও ১৮৫ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সুপারিশ করেছেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তরফ থেকে বলা হচ্ছে। এমপিওভুক্তির ব্যাপারে সরকারদলীয় মন্ত্রী ও এমপিরা যা করছেন তা পূর্ণমাত্রায় অনধিকার চর্চা। এর ফলে পুরো বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।